Sanatan Dharma

শিষ্যের আচরণ

প্রশ্ন :-শাস্ত্র অনুসারে সমস্ত লক্ষণ মেলাবার পর তত্ত্বদ্রষ্টা জ্ঞানীপুরুষকে সদ্গুরুর রূপে পাবার পর শাস্ত্র অনুসারে কি কর্তব্য অথবা কি কি আচরণের কর্তব্য শাস্ত্রসম্মতভাবে সদ্গুরুর সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত বা কি কি আচরণের কর্তব্য করা উচিত ?
উত্তর :-গুরুর কৃপা, গুরুর আশীর্ব্বাদ ও গুরুর শুভদৃষ্টি লাভই গুরুদর্শন। গুরুর নির্দ্দেশে মত চলা, গুরুর আদেশে উপদেশে প্রতিপালন ও তাঁহার নির্ণীত নির্দ্ধারিত পথে চলার দ্বারাই গুরুকৃপা লাভ হইয়া থাকে।
গুরুর আদেশকেই শিষ্য একমাত্র মন্ত্র বলিয়া জানিয়া মানিয়া চলিবে। শিষ্য গুরুকে সতত যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহার আদেশকেও সর্ব্বদা সেইরূপ চক্ষে দেখিয়া বুঝিয়া মানিয়া চলিবে।
গুরুর আদেশই শিষ্যের একমাত্র সহায় ও সম্বল।
শিষ্যের যাবতীয় বিভ্রম-বিভ্রান্তি-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙ্গিয়া, মায়ামোহ-বাসনার জালকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, যাবতীয় দুঃখ-দৈন্য-দুর্ব্বলতাকে দূর করিয়া এই আদেশই শিষ্যকে সব সময় জাগ্রত, জীবন্ত ও সজাগ রাখিবে; সুতরাং এই আদেশকে সতত স্মরণ মননে নিদিধ্যাসনে রাখাই শিষ্যের একমাত্র সাধনা।
মনকে সর্ব্বদা গুরুমুখী করিয়া রাখাই শিষ্যের একমাত্র তপস্যা ও আরাধনা। সব রকম কাজের ভিতর দিয়া চলাফেরার সঙ্গে সঙ্গে বহির্মুখী মনকে গুরুমুখী করিয়া রাখিতে পারিলে বাহিরের কোন রকম বাজে আবহাওয়া শিষ্যকে কোন ভাবে কোন রকমে ধরিতে ছুঁইতে স্পর্শ করিতে পারিবে না।
এই বিধান সব সময় মানিয়া চলিলে শিষ্য আর কখনও কোনরূপে বিপদগ্রস্ত হইবে না।
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি দিক্পালকে সাক্ষী রাখিয়া, অগ্নি ও গুরুকে স্পর্শ করিয়া আমি যে সুমহান্ ব্রত ও নিয়ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধমনীতে এক বিন্দু রক্ত থাকিতেও সেই ব্রত ও নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।
গুরুর আদেশ প্রতিপালনেই শিষ্যের জন্মজন্মান্তরীণ যাবতীয় বাসনার নাশ হইয়া থাকে।গুরুর কাছে সব সমর্পণ করুন। আপনার অহং চিন্তাকে তাঁর পাদোপদ্মে রাখুন এবং সমর্পণ ভাবনা নিয়ে থাকুন। গুরু কে তার নিজের মতন করে গঠন উন্নতশীল কাজ করতে দিন সেখানে নিজের অহংকার, কামনা, কল্পনা,অপযুক্তি, জড়জগতের কাজের অজুহাত, অন্য কর্তব্য করবার যুক্তি দেখানো, ভয় রুপি মতবাদকে রাখবেন না - গুরু কে তার নিজের জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন শিষ্য এর কিভাবে উন্নতি হবে এই গঠনমূলক কাজ গুরুকে তার নিজের জ্ঞান অনুসারে করতে দিন- তিনি যেমন চান ঠিক তেমন করতে দিন এইভাবে চললেই গুরু সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করবেন। নীরবতায় গুরুর প্রতিটি আদেশকে পালনের আনন্দ অনুভব করুন।
গুরু-শিষ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস । এটি যদি না থাকে,শ্রীঠাকুর বলছেন,সদগুরুও তাকে কৃপা করেন না । আর শিষ্যের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জোর যদি থাকে তিনি ঈপ্সিত ভগবদ দর্শন লাভ করবেনই । শ্রীগুরুদেবের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই হল ইষ্ট সাক্ষাৎকার-র একমাত্র উপায় ।প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা। আপনার দুর্বলতা কোথায় তা

পুরোপুরি বুঝতে না পারলে আপনি ধর্মের অনুশীলন এবং উন্নতি করতে পারবেন না। আপনার শিষ্টাচার-শালীনতা-নম্রতাই আপনাকে তা দেখাতে পারে। যিনি সত্যিকারের ধর্মীয়তা অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত, তার আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা থাকা উচিত।
যেমন একটি ছোট পেরেকে অনুপস্থিতি বা ভুলভাবে স্থাপন করা বা তার সঠিক কাজ করতে থামার কারণে পুরো যন্ত্রপাতটি একটি অচলাবস্থায় আসতে পারে।
ঠিক তেমনি আপনি যদি আপনার মন-বুদ্ধি- ভাব -চিত্ত-অহংকার এবং কর্ম পথের বিশাল যন্ত্রপাতি মেরামত করতে চান, সর্বশক্তিমান এবং প্রভুর দ্বারা এটিকে সর্বাধিক দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান তবে আপনার চিন্তা করার এবং সংশোধন করার জন্য প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা।
প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ এর জন্য আপনাকে প্রথমে অনুভব করতে হবে যে আপনি শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন-শিক্ষা দিতে আসেননি, নিজের ভুল সংশোধন করতে এসেছেন অন্যের সমালোচনা করতে নয়।
যে নিজেকে জ্ঞানী -অনেকে জ্ঞানী মনে করে, সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?
যে শিক্ষার প্রথম থেকেই শিক্ষাদাতার বা গুরুর সমালোচনা এবং নিন্দা করে দুষ্কর্ম অর্জন করে-সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?
যে শিক্ষার প্রথম থেকেই নিজেকে সর্বজ্ঞাতা এবং সর্বশাস্ত্র পালনকারী ঘোষণা করে তার অহংকার
এর প্রকাশ করে-সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?
যে শিক্ষার প্রথম থেকেই শিক্ষাদাতার বা গুরুর সঙ্গে অযুক্তি- স্বার্থ উদ্দেশ্যে - বা নিজের অহংকার প্রযুক্ত মন অনুসারে চলার উদ্দেশ্যে – নিজের উদ্ধত আচরণের প্রকাশ করে�সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে? প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা।যদি তোমার অনেক বাহ্যিক জগতের গুণ ও প্রতিভা থাকেও তা হলেও নম্রতা -শিষ্টাচার -শালীনতা ছাড়া কখনো কেউ একটা উপদেশ বা শিক্ষা মাথায় রাখতে সমর্থ হয় না �তাই শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা। গুরু আর শিষ্যের সম্পর্কে থাকে এক অদৃশ্য বন্ধন - যাকে এক কথায় বলা যায় মুক্তির বন্ধন। প্রতিটি শিষ্যের জন্যে একজন গুরু নির্দিষ্ট থাকেন আর সেই শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় গুরুকেই। শিষ্যকে যে গুরু দীক্ষা দেন তার নেপথ্যে গুরুর নিজস্ব কোন স্বার্থ থাকেনা। থাকে একটাই লক্ষ্য - শিষ্যকে তার ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া। আর সেখানে শিষ্য পৌঁছতে পারাই হচ্ছে গুরুর একমাত্র গুরুদক্ষিনা।
গুরু যখন শিষ্যকে দীক্ষা দেন তখন আপন সাধনশক্তি দিয়ে সৃষ্ট উর্জাশক্তিকে তিনি মন্ত্রের সাথে শিষ্যের ভিতরে প্রতিষ্ঠা করে দেন। এজন্যে কম শক্তি ব্যয় হয় না। এর ফলে দীক্ষার পর শিষ্যের একটা সাধন দুষ্কর্ম রুপি বাধা কর্মের অংশ গুরুকে টেনে নিতে হয়। জগতের অন্য কোন সম্পর্ক কিন্তু কারোর দুষ্কর্ম রুপি বাধা কর্মের অংশ নেয়ে না কোন কারণেই। একমাত্র গুরুই এই দুষ্কর্ম রুপি বাধা কর্মের অংশ টানেন। শুধু তাই নয়। এরপর শিষ্য অনেকসময়েই নানা ভুল করে,অন্যায় করে আর তার শাস্তির একটা বড় অংশ গিয়ে পরে গুরুর উপরে।দোষ করে শিষ্য আর দুষ্কর্ম ভোগ ভোগেন গুরু। তাই দীক্ষার পর প্রতিটি শিষ্যের উচিত - কোন

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে গুরুর থেকে মত নেয়া। গুরুর প্রতি কখনোই অসম্মান প্রদর্শন করতে নেই। তাতে ইষ্ট রুষ্ট হয়ে যান।

আর গুরু যদি কখনো শিষ্যের দুষ্কর্ম আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তার গুরু শক্তি তুলে নিতে বাধ্য হন তখন শিষ্যের প্রতি যে ঘোরতর বিপত্তি নেমে আসে তা সামাল দেয়ার শক্তি কিন্তু জগতে কারোরই থাকেনা। এমনকি ইষ্ট নিজেও সেই শিষ্যকে বাচাতে যান না।

আসলে শিষ্য এবং গুরুর মধ্যে একটা জ্যোতির সংযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যা গুরুর সাথে শিষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে আলোর দিকে। তাই এই যাত্রায় দুজনের সাধনশক্তিরই প্রয়োজন পড়ে। যেখানে একইসাথে গুরু আর শিষ্য থাকে সেখানে অগ্রগতি হয় দ্রুত দুজনের মিলিত শক্তিতে কিন্তু যেখানে "গুরু আছেন,তিনি দেখবেন,আমি যা করার করি" ভাবনা নিয়ে শিষ্য চলে সেখানে বুঝতে হবে গুরু দিকপাল হলেও শিষ্যের জন্যে ভোগ ভোগেন গুরু। তাই শিষ্যের সবসময়ে উচিত -গুরুর প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে অত্র দেখানো প্রণালীতে ঠিকমত জপ ধ্যান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তবেই সার্থক হয় গুরু শিষ্যের অমৃতের পথে যাত্রা।

শিষ্যের আচরণ

প্রশ্ন:- বেদান্ত শাস্ত্র মতে শিষ্যের কায়-মন-বাক্যে গুরুর প্রতি কী রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?

উঃ- বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে গুরুর প্রতি শিষ্যের কায় - মন - বাক্যে কমপক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক - কারণ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাস্ত্র মর্যাদা মেনে চলা উচিত । যথা :-

(১) গুরুর নিকটে কখনো খালি হাতে যাওয়া নিষিদ্ধ।কমপক্ষে একটি ফুল নিয়ে প্রণাম করা উচিত।

খালি হাতে প্রণাম করা উচিত না এবংযাওয়াও উচিত নয় ।

(২) অপরিগ্রহ পালনকারী গুরুর নিকটে অর্থ দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয় ।

(৩) গুরুর চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিত নিষিদ্ধ , মাথা নত করিয়া বিনম্র ভাবে গুরুর হইতে নিচু আসনে বসিয়া কথা বলা উচিত।

(৪) গুরুর সোজাসুজি বা মুখোমুখি বসা উচিত নয়। উভয়পাশের মধ্যে কোনো এক পাশে বিনম্র ভাবে অবস্থান করা উচিত।

(৫) গুরুর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়।

(৬) গুরুর সামনে শারীরিক - মানসিক - বাক্যের বল দেখানো উচিত নয়।

(৭) গুরুর সমতুল্য আসনে বসা উচিত নয়।

(৮) গুরুর সম্মুখে জড়ো- জগতের কামনা - বাসনার কথা বলা উচিত নয়।

(৯) গুরুর সম্মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর বিনম্র অনুমতি নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) গুরুর চরণে কখনো তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয়।

(১১) কখনো কোনো পরিস্থিতিতে গুরুর সাথে তর্ক করা উচিত নয়।

(১২) দীক্ষা বা পূজা পার্বনে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। সেই দক্ষিণা হলো ফুল এবং হরিতকি।

(১৩) গুরুর অনুমতি ব্যাতিত গুরুকে এবং গুরুর পরিবার কে অন্ন - বস্ত্র - অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ।

(১৪) গুরুর সেবা বা অন্য কিছু করিতে হলেও গুরুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ।

(১৫) গুরুকে সর্বদা গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

(১৬) গুরুর কাছে কখনো ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।

(১৭) গুরুর কাছে একমাত্র আদেশ - করুণা - কৃপা - পথপ্রদর্শক এবং গুরুর প্রসাদ ইহা ব্যাতিত কোনো প্রকার জড়ো বস্তুর কোনো কামনা বা চাওয়া নিষিদ্ধ।
(১৮) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদি কোনো জড়ো বস্তু আদেশ দিয়া প্রদান করেন তবেই গুরুর আদেশ পালনার্থে সেই বস্তু বিনম্র ভাবগ্রেহণ করা উচিত।
(১৯) গুরুর নিমিত্তে যেকোনো কর্ম গুরুর অনুমতি ব্যাতিত করা উচিত নয়।
(২০) গুরুর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পত্রের মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমে গুরুর অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।
(২১) গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও সেটি অত্যন্ত বিনম্র ভাবে চাওয়া উচিত।
(২২) গুরুর আদেশ সমাপ্ত হওয়া মাত্র বিনা প্রশ্নে , বিনা সময়ের অপব্যায়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদেশ টি পূর্ণ রূপে পালন করা উচিত।
(২৩) গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।
(২৪) গুরুর সামনে অর্থ - রূপ - বহির্জগতের কোনো পদ গুন্ - অহংকার দেখোনো উচিত নয়।
(২৫) নিজের কর্মের অথবা নিজের গুনের প্রশংসা নিজমুখে গুরুর সামনে কখনো বলা উচিত নয়।
(২৬) গুরুর সামনে অতি উচ্চস্বরে হাসা নিষিদ্ধ।
(২৭) গুরু যদি কাওকে দান করতে আদেশ করেন সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সামনে কৃপণতা বা যুক্তি দেখোনো উচিত নয়।
(২৮) গুরু যদি কোনো জায়গা যেতে আদেশ করেন বিনা তর্কে সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করা আবশ্যক।
(২৯) গুরুর বাহ্যিক পোশাক - পরিচ্ছদ, গুরুর আচার - আচরণ, গুরুর আহার -নিদ্রা, গুরুর কর্ম , গুরুর বাক্য - ব্যবহার কখনো শিষ্যের বিচার করা উচিত নয়।
(৩০) গুরুর প্রতি সন্দেহ সেকেন্ডের জন্যও করা কখনোই উচিত নয়।
(৩১) গুরুর উপর কোনো কারণে অভিমান - ক্রোধ -বিরক্ত বা বিরত হওয়া কখনো উচিত নয়।
(৩২) গুরু ব্যাক্তি বিশেষ হলেও গুরুর আত্মস্বরূপকে পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।
(৩৩) গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য জ্ঞান করা উচিত।
(৩৪) গুরুর প্রতি হিংসা, পরশ্রীকাতর করা নিষিদ্ধ।
(৩৫) গুরুর সামনে কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে অসত্য বচন বলবে না।
(৩৬) গুরু নিন্দা করা উচিত নয়।
(৩৭) গুরু নিন্দার স্থান ত্যাগ করিবে এবং গুরু নিন্দাকারী বাক্তিকেও ত্যাগ করা উচিত।
(৩৮) সব ভুল ক্ষমা যোগ্য হলেও গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তির অপরাধ ক্ষমা যোগ্য নয়।
(৩৯) গুরুর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা , ভক্তি , নিষ্কামপ্রীতি , শালীনতা , বিনম্রতা সর্বদা থাকা উচিত।
(৪০) যদি নিজের রূঢ় স্বভাব থাকে তাহা কোনো কারণেই গুরুর সামনে প্রদর্শন করা উচিত নয়।
(৪১) গুরুকে কখনও পাপ পথের উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া কোনো দ্রব্য কখনও প্রদান করা উচিত নয়।
(৪২) গুরুর কাছের সদা শিক্ষা - জ্ঞান - উপদেশ প্রাপ্তির মনোভাবেই যাওয়া

উচিত।
(৪৩) গুরুর সামনে নিজেকে বালকবৎ জ্ঞান করিবে।
(৪৪) গুরুর সামনে জড়ো -জাগতিক কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা উপদেশ প্রার্থনা করিলেও - গুরু তাঁর নিজের শক্তি বলে জড়ো -জাগতিক সমস্যার সমাধান করিয়া দিলে ভালো হয় এইরকম চিন্তা ভাবনা আনাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হয়।গুরুশক্তিই সাধককে পরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়.----চাই শুধু গুরুর উপর একান্ত নির্ভরতা এবং পূর্ণ আত্মসমর্পন।

ইত্যাদি প্রকারের আরও বহুবিধ আচরণ বিধি শাস্ত্রে আছে। উপরোক্ত বা আরও শাস্ত্রোক্ত আচরণের উপযুক্ত হলে তবেই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচিত। যিনি আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া বেদের জ্ঞান কান্ড অনুসারে 'ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণ'---অবস্থায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন তিনি সদ্গুরু
যার জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, যিনি লোক কল্যাণকর কর্ম ও চিন্তায় যুক্ত থাকেন, যিনি নিত্য - অনিত্য বিচারের দ্বারা যম নিয়ম রুপি ধর্মে প্রতিষ্ঠিত এবং যিনি গুরু ভক্ত, গুরু সেবা পরায়ন এবং গুরুর ওপর নির্ভরশীল এবং গুরুর আদেশ মান্যকারী শিষ্য কে সৎ শিষ্য বলে।
বহু জন্মের পূণ্য ফলে সদ্ গুরুর চরণ মেলে - গুরু লাভ সম্পূর্ণ কর্ম ফলের উপরেই নির্ভর করে। সদগুরুর সুযোগ ছেড়ে কুলগুরুর দীক্ষা নেওয়া, আর পায়েস রেখে ভাত--ফ্যান খাওয়া একই রকম।
যতদিন গুরু তার কৃপা-প্রেম-করুণা শিষ্যের উপর রাখেন (শিষ্যের আচরণ বিধি অনুসারে) ততদিন শিষ্যের আত্মোন্নতি ক্রমাগতভাবে উন্নত স্তরে গতিমান হয়.--‐-তাই প্রত্যেকে শিষ্যের উচিত নিজের কর্মচারিত্রিক বাক্যের আচরণকে সীমা-পরিসীমা মধ্যে রেখে নিষ্ঠাবান হওয়া এবং নিষ্ঠাবান অবস্থা বজায় রাখা– তাহলেই গুরুর করুনা অব্যাহত ভাবে আপনা আপনি প্রবাহমান থাকে

****
****

প্রশ্ন:- বেদান্ত শাস্ত্র মতে শিষ্যের কায়-মন-বাক্যে গুরুর প্রতি কী রকম ব্যবহার হওয়া উচিত ?
উঃ- বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে গুরুর প্রতি শিষ্যের কায় - মন - বাক্যে কমপক্ষে নিম্নলিখিত ব্যবহার অত্যন্ত আবশ্যক - কারণ প্রত্যেকেরেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শাস্ত্র মর্যাদা মেনে চলা উচিত । যথা :-
(১) গুরুর নিকটে কখনো খালি হাতে যাওয়া নিষিদ্ধ।কমপক্ষে একটি ফুল নিয়ে প্রণাম করা উচিত।
খালি হাতে প্রণাম করা উচিত না এবংযাওয়াও উচিত নয় ।
(২) অপরিগ্রহ পালনকারী গুরুর নিকটে অর্থ দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয় ।
(৩) গুরুর চোখে চোখ রেখে কথা বলা উচিত নিষিদ্ধ , মাথা নত করিয়া বিনম্র ভাবে গুরুর হইতে নিচু আসনে বসিয়া কথা বলা উচিত।
(৪) গুরুর সোজাসুজি বা মুখোমুখি বসা উচিত নয়। উভয়পাশের মধ্যে কোনো এক পাশে বিনম্র ভাবে অবস্থান করা উচিত।
(৫) গুরুর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা উচিত নয়।
(৬) গুরুর সামনে শারীরিক - মানসিক - বাক্যের বল দেখোনো উচিত নয়।

(৭) গুরুর সমতুল্য আসনে বসা উচিত নয়।

(৮) গুরুর সম্মুখে জড়ো- জগতের কামনা - বাসনার কথা বলা উচিত নয়।

(৯) গুরুর সম্মুখে কোনো প্রশ্ন করতে হলেও তাঁর বিনম্র অনুমতি নিয়ে তবেই প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) গুরুর চরণে কখনো তুলসী পাতা দিয়ে প্রণাম করা উচিত নয়।

(১১) কখনো কোনো পরিস্থিতিতে গুরুর সাথে তর্ক করা উচিত নয়।

(১২) দীক্ষা বা পূজা পার্বনে গুরুকে দক্ষিণা দেওয়া উচিত। সেই দক্ষিণা হলো ফুল এবং হরিতকি।

(১৩) গুরুর অনুমতি ব্যাতিত গুরুকে এবং গুরুর পরিবার কে অন্ন - বস্ত্র - অর্থ দেওয়া নিষিদ্ধ।

(১৪) গুরুর সেবা বা অন্য কিছু করিতে হলেও গুরুর অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন ।

(১৫) গুরুকে সর্বদা গুরুদেব বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

(১৬) গুরুর কাছে কখনো ঋণ অথবা অর্থ সাহায্য চাওয়া উচিত নয়।

(১৭) গুরুর কাছে একমাত্র আদেশ - করুণা - কৃপা - পথপ্রদর্শক এবং গুরুর প্রসাদ ইহা ব্যাতিত কোনো প্রকার জড়ো বস্তুর কোনো কামনা বা চাওয়া নিষিদ্ধ।

(১৮) একমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদি কোনো জড়ো বস্তু আদেশ দিয়া প্রদান করেন তবেই গুরুর আদেশ পালনার্থে সেই বস্তু বিনম্র ভাবে গ্রহণ করা উচিত।

(১৯) গুরুর নিমিত্তে যেকোনো কর্ম গুরুর অনুমতি ব্যাতিত করা উচিত নয়।

(২০) গুরুর বাড়িতে যাওয়ার পূর্বে পত্রের মাধ্যমে বা যে কোনো মাধ্যমে গুরুর অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

(২১) গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেও সেটি অত্যন্ত বিনম্র ভাবে চাওয়া উচিত।

(২২) গুরুর আদেশ সমাপ্ত হওয়া মাত্র বিনা প্রশ্নে , বিনা সময়ের অপব্যায়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদেশ টি পূর্ণ রূপে পালন করা উচিত।

(২৩) গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

(২৪) গুরুর সামনে অর্থ - রূপ - বহির্জগতের কোনো পদ গুন্ - অহংকার দেখানো উচিত নয়।

(২৫) নিজের কর্মের অথবা নিজের গুনের প্রশংসা নিজমুখে গুরুর সামনে কখনো বলা উচিত নয়।

(২৬) গুরুর সামনে অতি উচ্চস্বরে হাসা নিষিদ্ধ।

(২৭) গুরু যদি কাওকে দান করতে আদেশ করেন সঙ্গে সঙ্গে গুরুর সামনে কৃপণতা বা যুক্তি দেখানো উচিত নয়।

(২৮) গুরু যদি কোনো জায়গা যেতে আদেশ করেন বিনা তর্কে সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ পালন করা আবশ্যক।

(২৯) গুরুর বাহ্যিক পোশাক - পরিচ্ছদ, গুরুর আচার - আচরণ, গুরুর আহার -নিদ্রা, গুরুর কর্ম , গুরুর বাক্য - ব্যবহার কখনো শিষ্যের বিচার করা উচিত নয়।

(৩০) গুরুর প্রতি সন্দেহে সেকেন্ডের জন্যেও করা কখনোই উচিত নয়।

(৩১) গুরুর উপর কোনো কারণে অভিমান - ক্রোধ -বিরক্ত বা বিরত হওয়া কখনো উচিত নয়।

(৩২) গুরু ব্যাক্তি বিশেষ হলেও গুরুর আত্মস্বরূপকে পরমাত্মাস্বরূপ জ্ঞান করা উচিত।

(৩৩) গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্য জ্ঞান করা উচিত।

(৩৪) গুরুর প্রতি হিংসা, পরশ্রীকাতর করা নিষিদ্ধ।

(৩৫) গুরুর সামনে কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে অসত্য বচন বলবে না।
(৩৬) গুরু নিন্দা করা উচিত নয়।
(৩৭) গুরু নিন্দার স্থান ত্যাগ করিবে এবং গুরু নিন্দাকারী বাক্তিকেও ত্যাগ করা উচিত।
(৩৮) সব ভুল ক্ষমা যোগ্য হলেও গুরু নিন্দাকারী ব্যাক্তির অপরাধ ক্ষমা যোগ্য নয়।
(৩৯) গুরুর প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধা , ভক্তি, নিষ্কামপ্রীতি, শালীনতা , বিনম্রতা সর্বদা থাকা উচিত।
(৪০) যদি নিজের রূঢ় স্বভাব থাকে তাহা কোনো কারণেই গুরুর সামনে প্রদর্শন করা উচিত নয়।
(৪১) গুরুকে কখনও পাপ পথের উপার্জিত অর্থের দ্বারা ক্রয় করিয়া কোনো দ্রব্য কখনও প্রদান করা উচিত নয়।
(৪২) গুরুর কাছের সদা শিক্ষা - জ্ঞান - উপদেশ প্রাপ্তির মনোভাবেই যাওয়া উচিত।
(৪৩) গুরুর সামনে নিজেকে বালকবৎ জ্ঞান করিবে।
(৪৪) গুরুর সামনে জড়ো -জাগতিক কোনো সমস্যা, পরামর্শ বা উপদেশ প্রার্থনা করিলেও - গুরু তাঁর নিজের শক্তি বলে জড়ো -জাগতিক সমস্যার সমাধান করিয়া দিলে ভালো হয় এইরকম চিন্তা ভাবনা আনাও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ বলে গণ্য করা হয়।

ইত্যাদি প্রকারের আরও বহুবিধ আচরণ বিধি শাস্ত্রে আছে। উপরোক্ত বা আরও শাস্ত্রোক্ত আচরণের উপযুক্ত হলে তবেই দীক্ষা প্রার্থনা করা উচিত।

****

অসংযত ব্যক্তির পক্ষে চিত্তবৃত্তি দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু পুনঃ পুনঃ যত্নশীল ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধন দ্বারা এই চিত্তবৃত্তি লাভ করতে পারেন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে আত্মশুদ্ধি হয় না। আত্মশুদ্ধি না হইলে ধর্মজীবন গঠন করা অসম্ভব।"যোগদর্শনে চিত্তের কতগুলি বিকারকে একত্রে চিত্ত বলা হয়। এই বিকারগুলি হলো মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার।

****

গুরুনির্দিষ্ট বৈদিক পন্থায় না চলে -যদি কেও স্বেচ্ছাচারিতা ক'রে, ---তাতে কেউ কোন দিনও সত্যলাভ করেছে? সহজ সরল অনাড়ম্বর সাধন-ভজনে যাদের নিষ্ঠা নেই, তারা বড় বড় সাধন করতে যায় কোন সাহসে? বড় বড় বই প'ড়ে কতকগুলি আধ্যাত্মিক পরিভাষার জ্ঞান হলেই হয় না, তাদের নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে গুরুর দেওয়া বৈদিক অনুশাসন । নিজেই যদি নিজের ডাক্তারী কর, তবে আবার পৃথক্ ডাক্তারের প্রয়োজন কি? নিজের অভাব কি?
দৈন্য কি, তা গুরুর কাছে জানাতে হয়, তিনি অবস্থা বুঝে তার ব্যবস্থা করেন, নতুবা নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে গেলে পদে-পদে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হতে হয়। আমি তোমাদের বরাবরই ব'লেছি, সত্যলাভের দু'টী চিরন্তন পন্থা, একটি কঠোর সন্ন্যাসযোগ, অপরটি ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে

চলা । কঠোর সন্ন্যাসযোগের সাধনা বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে কঠিন ব'লে আমি তোমাদের ব্রহ্মবিদ্ গুরুর সেবা - সমর্পন ও তার দেওয়া বৈদিক উপদেশ অনুসারে চলা পন্থাই নির্বাচন ক'রে দিয়েছি। কঠোর সন্ন্যাস এর লক্ষ্য যে "আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান", তা এই পন্থা দ্বারাই তা তোমাদের লাভ হবে এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নেই।
“আমার এত আশ্বাস-বাণীতে যাদের প্রাণে সাধন-ভজনের প্রবল পিপাসা জেগে উঠবে, তারা অব্যশই আত্মজ্ঞান-পরমাত্ম জ্ঞান -ব্রহ্মজ্ঞান",লাভ হবে এই জন্মে আর অন্য বেশি কৃচ্ছ্র সাধন-ভজনের প্রয়োজন নেই তাই দেরি না করে বৈদিক অনুশাসনে ও সাধন-ভজনে লেগে যাও। "

****

মনুষ্যত্ব শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করার জন্য সর্বজনীনভাবে আপনি স্বাধীন। মনুষ্যত্ব শিক্ষা পূর্ণ মাত্রায় লাভ করার জন্য যখন আপনি আপনার হৃদয় থেকে প্রকৃতপক্ষে আকুলতা অনুভব করবেন তখন ঈশ্বর মূল কৃপা যা করেন তা হল প্রত্যেকে মনুষ্যত্ব শিক্ষা সংস্কৃতিতে " প্রকৃত সৎ, ধার্মিক ও জ্ঞানী উপদেশ দাতার" সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেনে বা যুক্ত করিয়ে দেনে,................. বাকি প্রত্যেককে উপদেশ দাতার উপদেশ পূর্ণরূপে কায়মনোবাক্যে নিজ সীমা পরিসীমার মধ্যে সততার সঙ্গে পালন করা উচিত.....তবেই আপনি মনুষ্যত্ব শিক্ষার পূর্ণমাত্রা অবস্থা অর্থাৎ পরম জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হবেন

****
ঈশ্বর অমর। আপনি যদি তাকে খুঁজে পাওয়ার আকাঙ্খা করেন, আপনি অমরত্বের পথে তীর্থযাত্রী হয়ে যান। এই পথে তীর্থযাত্রীদের সাথে সঙ্গ রাখার চেষ্টা করুন এবং আপনি আপনার নিজেকে অমর হিসাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।
****
ধৈর্য ও সহ্য-- এই দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী মানবিক গুণ| যাদের মধ্যে এই দুটি গুণ খুব প্রবল, তাদের মন সর্বদা স্থির থাকে| কখনও বিচলিত হয় না|
****
প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা। আপনার দুর্বলতা কোথায় তা পুরোপুরি বুঝতে না পারলে আপনি ধর্মের অনুশীলন এবং উন্নতি করতে পারবেন না। আপনার শিষ্টাচার-শালীনতা-নম্রতাই আপনাকে তা দেখাতে পারে। যিনি সত্যিকারের ধর্মীয়তা অর্জনের জন্য আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষিত, তার আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা থাকা উচিত।
যেমন একটি ছোট পেরেকে অনুপস্থিতি বা ভুলভাবে স্থাপন করা বা তার সঠিক কাজ করতে থামার কারণে পুরো যন্ত্রপাতিটি একটি অচলাবস্থায় আসতে পারে।
ঠিক তেমনি আপনি যদি আপনার মন-বুদ্ধি- ভাব -চিত্ত-অহংকার এবং কর্ম পথের বিশাল যন্ত্রপাতি মেরামত করতে চান, সর্বশক্তিমান এবং প্রভুর দ্বারা এটিকে সর্বাধিক দক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চান তবে আপনার চিন্তা করার এবং

সংশোধন করার জন্য প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা।
প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ এর জন্য আপনাকে প্রথমে অনুভব করতে হবে যে আপনি শিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছেন-শিক্ষা দিতে আসেননি, নিজের ভুল সংশোধন করতে এসেছেন অন্যের সমালোচনা করতে নয়।

যে নিজেকে জ্ঞানী -অন্যকে জ্ঞানী মনে করে, সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?
যে শিক্ষার প্রথম থেকেই শিক্ষাদাতার বা গুরুর সমালোচনা এবং নিন্দা করে দুষ্কর্ম অর্জন করে-সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?

যে শিক্ষার প্রথম থেকেই নিজেকে সর্বজ্ঞাতা এবং সর্বশাস্ত্র পালনকারী ঘোষণা করে তার অহংকার
এর প্রকাশ করে-সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?

যে শিক্ষার প্রথম থেকেই শিক্ষাদাতার বা গুরুর সঙ্গে অযুক্তি- স্বার্থ উদ্দেশ্যে - বা নিজের অহংকার প্রযুক্ত মন অনুসারে চলার উদ্দেশ্যে – নিজের উদ্ধত আচরণের প্রকাশ করে￼সে কীভাবে প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষা বেশি অর্জন করতে পারে?

প্রকৃত গুরুর কাছে শাস্ত্রের ও ধর্মের শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা।
যদি তোমার অনেক বাহ্যিক জগতের গুণ ও প্রতিভা থাকেও তা হলেও নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা
ছাড়া কখনো কেউ একটা উপদেশ বা শিক্ষা মাথায় রাখতে সমর্থ হয় না
তাই শিক্ষার প্রথম যোগ্যতাই নম্রতা-শিষ্টাচার-শালীনতা।
****
****
যখন আমরা গুরুদেবকে সাধারন মানুষ বলে মনে করি তখন আমাদের গুরুচরনে অপরাধ হয়। হতে পারে গুরুদেব আমাদের মতই কথা বলেন, চলাফেরা করেন তবুও তিনি অসাধারন।
ভগবান বলছেন, '' আমি জীবের অজ্ঞান ও অন্ধকার নাশ করার জন্য, শুদ্ধভক্তি প্রদানের জন্য, আমিই গুরুরূপে তার একনিষ্ঠ ভক্তগনের আশ্রয় করে আবির্ভূত হই''।
ভগবান আবার বলছেন, ''মৎস্বরুপ'' অর্থাৎ গুরুদেব হচ্ছেন আমার প্রকাশ বিগ্রহ এবং সেই গুরুস্বরুপের মধ্যে সমস্ত দেবতা অধিষ্ঠান আছে। প্রদত্ত মন্ত্র জপ না করা এবং তার উপদেশ-নির্দেশ অনুসারে ভক্তিজীবন অনুশীলন না করাও গুরুদেবের চরনে অপরাধ।তাই আমাদের সর্ববিষয়ে গুরুদেবকে প্রথমেই শ্রদ্ধা করা উচিত।
👉 শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুকে ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক হিসাবে মান্য করা।
👉 পাঠের পূর্বে এবং অর্চনের পূর্বে গুরুদেবের পুজা বা আজ্ঞা গ্রহন করা।'
👉 গুরুদেবকে সুন্দর আসন, পাদুকা, পোষাক নিবেদন করা।
👉 গুরুদেবকে দেখা মাত্র দন্ডবৎ প্রনাম করা।
👉 উচ্চস্বরে গুরুদেবের জয়ধ্বনি দেওয়া।
👉 গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ হিসেবে গ্রহন করা।

👉 গুরুদেবের আদেশকে ভগবানের আদেশ বলে তা পালন করা।
👉 গুরুদেবের বিছানায় শোয়া বা বসা উচিত নয়।
👉 গুরুদেবের আসন, পাদুকা, যানবাহন, স্নানের জল ও তার ব্যাক্তিগত ব্যবহার্য দ্রব্যাদিকে সম্মান করতে হয়।
👉 গুরুদেবের চিত্রপটকে যথাযোগ্য সম্মান করা প্রতিটি শিষ্যের কর্তব্য।
👉 গুরুভক্তি ব্যতিত যে কারোর সৎকর্মও বিফলতা হয়।
''সেই সে পরম গুরু......
শ্রীগুরুর প্রণাম:-
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।
অনুবাদঃ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আমার
জন্ম হয়েছিল এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের
আলোক বর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু
উন্মীলিত করলেন। তাকেঁ জানাই আমার
সশ্রদ্ধ প্রণতি।
((((জয় গুরু))))